গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
রাজশাহী
সাধারণ শাখা
www.rajshahidiv.gov.bd

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	জসীম উদ্দীন হায়দার অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	২১ নভেম্বর ২০২৩খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১১.০০টা
স্থান	বিভাগীয় কমিশনারের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি জানান যে, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সংযোজনী-৬ এ উল্লিখিত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার ২.২ কার্যক্রম অংশে ষান্মাসিক ভিত্তিতে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আহবানের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। সরকারি সেবার মান উন্নয়ন, নির্ধারিত সময়ে স্বল্প খরচে ভোগান্তি বিহীন সেবাপ্রদান এবং সরকারি দপ্তরসমূহে কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্বপ্রণোদিত সেবা প্রদানের মনোবৃত্তির বিকাশই হচ্ছে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের সুবিধার্থে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৫' প্রণীত হয়েছে। এছাড়া অনলাইনে জিআরএস ওয়েবসাইট (www.grs.gov.bd) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত আছে। তিনি আরও বলেন যে, জনগণের সঙ্গে দপ্তরসমূহের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, সেবা প্রদান পদ্ধতি এবং সেবার মান সম্পর্কে নাগরিকের অসন্তুষ্টি বা সংক্ষুব্ধতা থেকে অভিযোগের উৎপত্তি হতে পারে। অসন্তুষ্টি বা সংক্ষুব্ধতার প্রতিকার চাওয়া বা ক্ষোভ প্রশমনের একটি অনলাইন প্লাটফর্ম হিসেবে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখছে। তিনি আরো বলেন, প্রতিটি দপ্তরের প্রশাসনিক দায়িত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এটিকে গণ্য করা উচিত। তিনি এ কার্যালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থিত অংশীজনদের অবহিত করেন। তিনি বড় মনিটরের প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের ভূমি অফিসের নামজারি বিষয় তুলে ধরেন। সেখানে দেখা যায় ২৮দিনের মধ্যে রাজশাহী বিভাগের নামজারি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সফটওয়্যার বিষয়ক সকল তথ্য সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। সভাপতি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখছে এবং GRS সফটওয়্যারের ব্যবহার সম্পর্কে জনসাধারণকে কিভাবে আরও সচেতন করা যায় সে বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরার জন্য উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করেন।

উন্মুক্ত আলোচনায়

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সভাপতি নাসিব, বলেন যে, ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন কর্তৃক সাধারণ জনগণ ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান বর্তমানে অনলাইন সিস্টেমে হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে ভূমি অফিসে যেতে হয় এবং প্রস্তাবিত খতিয়ান উঠানোর জন্য ভূমি অফিসগুলোতে যেতে হয়। আর সেখানে সাধারণ জনগণ হয়রানি শিকার হচ্ছে। নামজারি কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে হলেও সে ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণকে ভোগান্তির শিকার হতে হয়। তার কথার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) বলেন যে, সহকারী কমিশনার (ভূমি) পবা, রাজশাহী অফিসে মাটির মায়া স্থাপন করার জন্য জনাব শাহাদৎ হোসেন কবির তৎকালীন সহকারী কমিশনার (ভূমি) পবা, রাজশাহী ধন্যবাদ জানান এবং রাজস্ব শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জান্নাতুল নাইম, সহকারী কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ কে নামজারির বিষয়ে বলার জন্য অনুরোধ করেন। সহকারী কমিশনার জনাব জান্নাতুল নাইম সভাকে জানান যে, বর্তমান সময়ে নামজারি কার্যক্রম ২৮দিনের মধ্যে সম্পন্ন হচ্ছে। নামজারি কার্যক্রমে কোন পেন্ডিং নেই বলে অবহিত করেন। নাসিব সভাপতি আরও বলেন যে, শিল্পের যে বিনিয়োগ তা বৃদ্ধি করার জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা নেয়া যায় কি না সে বিষয়ে তিনি সভাকে অনুরোধ করেন। তার জবাবে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) জানান যে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ বাংলাদেশ সরকার চালু করেছে মূলত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য।

বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মো: আঁওরঙ্গজেব বলেন যে, বর্তমানের রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় BS জরিপ কার্যক্রম চলছে। জরিপ কার্যক্রম চলাকালে তার জমি সরকারি জমি নামে হয়েছে বলে তিনি সভাকে জানান। সহকারী কমিশনার (রাজস্ব) জানান যে সরকারি কাজে সকলকে সহযোগিতা করা প্রয়োজন। যখন যে এলাকায় জমি জরিপ কার্যক্রম চলবে সে সময় জমির মালিক কে উপস্থিত থেকে তার জমি বুঝে নেয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য। তার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) বলেন যে, এ বিষয়ে দেরি না করে ভূমি সেটেলমেন্ট অফিসে অভিযোগ দিতে। ভূমি সেটেলমেন্ট অফিস যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার সার্বিক, সকল প্রকার সহযোগিতা করবেন বলে জানান।

জনাব মো: মনিরুল ইসলাম, এরিয়া কোঅর্ডিনেটর, টিআইবি, বলেন যে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাসস্থান বিষয় নিয়ে টিআইবি কাজ করে থাকেন। কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি বিভিন্ন অফিসে যাওয়া হয়। সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমে এসেছে। সরকারি অফিসের অল্প সংখ্যক কর্মচারী অসাধু রয়েছে। তাদের বিষয়ে অসন্তুষ্টি হয়ে সেবা গ্রহীতা অভিযোগ দিলে তার প্রতিকার পাওয়ার জন্য প্রতিটি সরকারি অফিসে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও বিকল্প কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য থাকা প্রয়োজন।

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) বলেন যে, এ কার্যালয়ের অনিক ও বিকল্প কর্মকর্তা ওয়েবসাইটে দেওয়া রয়েছে। প্রত্যেক সরকারি অফিসে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও বিকল্প কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদানপূর্বক স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য প্রদান করা প্রয়োজন।

জনাব সাইদুর রহমান, সভাপতি, প্রেসক্লাব, রাজশাহী বলেন যে, বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলাধীন ডেমাজানী শহীদ মোখলেসুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তি নিচ্ছে। যে বিষয়ে তারা ইতঃপূর্বে বলেছিল যে ছাত্রীদের ভর্তি নিবেনা। তার পরিপ্রেক্ষিতে পার্শ্ববর্তী বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তি হচ্ছে না। এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কি না। এ বিষয়ে সভায় অবহিত করেন।

জনাব বিমল চন্দ্র রাজোয়াড়, সভাপতি, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, রাজশাহী জেলা কমিটি বলেন যে, সরকারি জমি ভূমিহীন ব্যক্তিদের মাঝে জমি রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার পরও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তা দখল করতে চাই। গত ১০/০৪/২০২৩ তারিখ সংশ্লিষ্ট এসিল্যান্ড স্যার এ বিষয়ে তদন্ত করেছেন। তিনি আরও বলেন, ভূমিহীন কিছু আদিবাসী দীর্ঘদিন ধরে খাস পুকুর পাড়ে বসবাস করে আসছে। তারা অন্য কোথাও যেতে চাই না সে ক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় কি না সে বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন।

তার জবাবে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) জানান যে, তারা ভূমিহীন হিসেবে ঐ খাস জমির বন্দোবস্ত তাদের পক্ষে দেওয়ার জন্য আবেদন দিতে হবে রাজশাহী কালেক্টর বরাবর। তিনি ঐ খাস জমি বন্দোবস্ত দিতে পারেন।

ডি এম মোতারফ হোসেন, ডিভিশনাল ম্যানেজার, ব্র্যাক বলেন যে, অনলাইনে নামজারির আবেদন করে নওগাঁ সদর এসিল্যান্ড থেকে ভাল ব্যবহার পেয়েছেন। জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে পাবলিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করা হলে ভোগান্তির শিকার হতো না। নামজারির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে তা করা সম্ভব।

তার জবাবে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), বলেন যে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে নামজারি আবেদন করলে স্বল্প খরচে তা করতে পারবে।

জনাব আঞ্জুমান আরা পারভীন, সভাপতি ওয়েব, বলেন যে, নারীদের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প নিয়ে কাজ করেন তারা। বর্তমানে নারীদের এগিয়ে নিয়ে যেতে তারা সর্বদা কাজ করে আসছেন। বর্তমানে নগর ভবনের গ্রীনপ্লাজা চত্বরে বস্ত্র ও কুটির শিল্প মেলা চলছে। আমরা নারীদের নিয়ে দেশে ও বিদেশে দেশী পণ্যের প্রচার ও নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করি। এ ক্ষেত্রে আমাদের বাধা হচ্ছে নারী উদ্যোক্তাদের লোন গ্রহণ কার্যক্রম দীর্ঘ সময় লেগে যাচ্ছে। সে বিষয়ে কোন প্রতিকার পাওয়া যায় কি না। তিনি আরও বলেন যে, আমরা বিদেশে যাবার সময় দেশের পণ্য নিয়ে যেতে পারি ফি বাদে ২০কেজি তবে তা নিয়ে যেতে হলে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট অফিসের কিছু অসাধু ব্যক্তিকে অতিরিক্ত অর্থ না দিলে তা নিয়ে যাওয়া যায় না। এ বিষয়েও কোন প্রতিকার পাওয়া যায় কি না তিনি সভাকে জানান।

ড. মোঃ আইনুল হক, সিনিয়র রিপোর্টার বাসস, রাজশাহী বলেন যে, সরকারি সকল অফিস নিজ নিজ অফিসের ওয়েবসাইটে সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রম প্রকাশ করার প্রস্তাব করেন। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), বলেন যে, সরকারি প্রতিটি অফিসের তা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে স্ব স্ব সরকারি অফিস তা প্রকাশ করছেন তাদের ওয়েবসাইটে।

জনাব আকবারুল হাসান মিল্লাত, সম্পাদক, দৈনিক সোনার দেশ বলেন যে, করোনাকালে দেখা গেছে সরকারি অফিসের ভাল কার্যক্রম এবং বর্তমানেও পূর্বের তুলনায় অনেক ভাল সেবা পাওয়া যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন যে, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে জনগণকে স্মার্ট হতে হবে। তিনি বলেন মাছের মাথাটাই পচে, তবে সেটা কমে এসেছে। সকল অফিসের মাথা এখন ভাল হয়েছে তবে সহকারীদের থেকেও সেবা গ্রহীতাগণ ভাল ব্যবহার আশা করেন। তবে সকল কর্মচারী একই রকম নয়। কর্মচারীদের বিভিন্ন ট্রেনিং এর মাধ্যমে সেই মানসিকতা থেকে উঠে আসতে হবে।

জনাব সাদিয়া আফরিন, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন বলেন যে, তার অফিসের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া রয়েছে। সালিস শাখা থেকে ল্যান্ড, পারিবারিক, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিবিধ বিষয়ে নাগরিকদের যে সকল অভিযোগ পাওয়া যায় তা দ্রুত নিষ্পতি করা হয়।

জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, পুলিশ সুপার, রাজশাহী ডিআইজি অফিস বলেন যে, তার অফিসে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপীল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে রয়েছে। কোন অভিযোগ পেলে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করা হয়। তিনি আরও বলেন যে, মাঠ পর্যায়ে সক্রিয় মনিটরিং প্রয়োজন। সক্রিয় মনিটরিং এর মাধ্যমে দুর্নীতি কমানো সম্ভব। এর ফলে অভিযোগ কমে আসবে।

জনাব মো: সাইফউদ্দীন শাহীন, ডিসি হেডকোয়ার্টার, রাজশাহী মেট্রোপলিটন, রাজশাহী (পুলিশ কমিশনারের) প্রতিনিধি বলেন যে, বর্তমানে যে কোন সেবা পেতে বা অভিযোগ করতে থানায় বা পুলিশের কাছে যেতে হয়না। বাসায় বসে থেকে ৯৯৯ নম্বরে কল করলেই পুলিশ তার বাসায় পৌঁছে যায় সেবা দিতে। অনলাইন জিডি বর্তমানে চালু রয়েছে। সাধারণ নাগরিক যে কোন প্রান্ত থেকে অনলাইন জিডি করতে পারে। পুলিশ সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

জনাব আবু হায়াত মো: রহমতুল্লাহ বিপিএএ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বলেন যে, সরকার বর্তমানে নাগরিকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। সরকার ২০৪১ সাল পর্যন্ত মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করলেই তা সুনাগরিক হওয়া যায়। নিজের কাজের জন্য তিনি জবাবদিহিতা করতে চান। কোন ব্যক্তি যদি তার অফিসের কোন বিষয়ে অভিযোগ করেন তাহলে অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে তিনি সভাকে জানান।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০১.	প্রতিটি দপ্তরের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা(অনিক) ও আপীল কর্মকর্তার হালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটের নির্দিষ্ট সেবাবক্সে প্রকাশ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ
০২.	আওতাধীন সকল অফিসের অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপীল কর্মকর্তার হালনাগাদ তথ্য স্ব স্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশের নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ
০৩.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সংক্রান্ত সফটওয়্যারে প্রাপ্ত অভিযোগসহ অন্যান্য মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল অভিযোগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি এবং নিষ্পত্তির প্রতিবেদন নিয়মিত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	১। অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, এ কার্যালয় ২।জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ
০৪.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যারের ব্যবহার সম্পর্কে সেবাগ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণ সভা আয়োজন করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ
০৫.	GRS সফটওয়্যার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সভা ও সেমিনারে আলোচনা করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ ২। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাধারণ শাখা এ কার্যালয়
০৬.	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং GRS সফটওয়্যার ব্যবহার বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল) রাজশাহী বিভাগ ২। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাধারণ শাখা এ কার্যালয়

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় জাতির পিতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৭-১১-২০২৩
জসীম উদ্দীন হায়দার
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার
০২৫৮৮৮৫৭৭৭৫ (ফোন)
০২৫৮৮৮৫৭৫২৯ (ফ্যাক্স)
adldivcomgrajshahi@mopa.gov.bd

তারিখ: ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৭ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৫.৪৩.০০০০.০১২.২৫.০০৭.২৩.১১৫১

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ;
২। উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজশাহী রেঞ্জ, রাজশাহী;
৩। পুলিশ কমিশনার, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ, রাজশাহী;
৪। যুগ্মসচিব (সংযুক্ত), সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ;
৫। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, রাজস্ব, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী;
৬। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, উন্নয়ন, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী;
৭। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী;
৮। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, সার্বিক, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী;
৯। আঞ্চলিক পরিচাক, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী;
১০। পরিচালক, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর কার্যালয়, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী;
১১। জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী;
১২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;
১৩। সচিব, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী;
১৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিএমডিএ, রাজশাহী;
১৫। অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য, নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, রাজশাহী;
১৬। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, রাজশাহী;
১৭। উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী;
১৮। উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী;
১৯। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ দুর্গাপুর, রাজশাহী;
২০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়,পুঠিয়া,রাজশাহী;
২১। বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী (বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
২২। মেয়র, কেশরহাট পৌরসভা, মোহনপুর, রাজশাহী;
২৩। পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী;
২৪। বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব শাহাদুল হক মাস্টার, জেলা কমান্ডার, রাজশাহী;
২৫। বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মো: আঁওরঙ্গজেব, মাওলা এলিগ্রো-২,৩ নং হাউজ, কাজীহাটা, রাজশাহী;
২৬। সভাপতি, প্রেসক্লাব, রাজশাহী;
২৭। সভাপতি, ওয়েব, রাজশাহী;
২৮। জনাব আকবারুল হাসান মিল্লাত, সম্পাদক, দৈনিক সোনার দেশ, রাজশাহী;
২৯। সভাপতি, নাসিব, রাজশাহী;
৩০। জনাব মো: মনিরুল হক, এরিয়া কোঅর্ডিনেটর, টিআইব, রাজশাহী;
৩১। সভাপতি, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, রাজশাহী জেলা কমিটি;

৩২। জনাব মো: আয়নাল হক, সিনিয়র রিপোর্টার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, রাজশাহী;
৩৩। জনাব মো: আব্দুর রাজ্জাক, ডিস্টিক ম্যানেজার, আশা,১৪৮/৩ উপশহর, রাজশাহী;
৩৪। ম্যানেজার, ইউসেপ, রাজশাহী এবং
৩৫। বিভাগীয় সমন্বয়ক, ব্র্যাক, রাজশাহী।

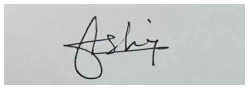

২৭-১১-২০২৩
আশিক জামান
সহকারী কমিশনার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)